বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (NTRCA)

নায়েম ক্যাম্পাস, একাডেমিক ভবন (৬ষ্ঠ তলা)

ধানমণ্ডি, ঢাকা- ১২০৫।

ফ্যাক্সঃ ৫৫১৬৭৪২৭ ওয়েবসাইটঃ www.ntrca.gov.bd

EDUCATIONNEWSBD24.COM

অনলাইনে আবেদনকারী শিক্ষক প্রার্থীদের জ্ঞাতব্য কতিপয় বিষয়

- একজন নিবন্ধন সনদধারী তার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যত ইচ্ছা তত পদে আবেদন করতে পারবেন তবে প্রতিটি পদের জন্য আলাদাভাবে ১৮০/= টাকা হারে আবেদন ফি জমা দিতে হবে।
- অনলাইনে আবেদনপত্রের সকল অংশ পূরণ করে Submit করা হলেও Application Fee জমা না দেওয়া পর্যন্ত online application কোন অবস্থাতেই গৃহীত হবে না । অনলাইনে আবেদন জমা দেয়ার ৭২ ঘণ্টার মধ্যে এসএমএস এর মাধ্যমে আবেদন ফি অবশ্যই জমা দিতে হবে।
- নিয়োগ আবেদন (e-Application) ফরমটি খুব সতর্কতার সাথে পূরণ করুন। নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট পদে আবেদন করে টাকা জমা দেওয়ার পর কোনরূপ সংশোধন করা যাবে না।
- কোন ভুল/মিথ্যা তথ্য প্রদান করা হয়েছে প্রমাণিত হলে আবেদনটি কোন কারণ দর্শানো ছাড়াই বাতিল করা হবে। ইচ্ছাকৃত ভাবে মিথ্যা তথ্য প্রদান করা হলে প্রয়োজনে ফৌজদারি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- যিনি যে বিষয়ে এনটিআরসিএ'র নিবন্ধন সনদধারী তিনি e- Advertisement এ প্রদর্শিত তার সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সকল পদে আবেদন করতে পারবেন এবং প্রাপ্ত আবেদনসমূহ সরকারি বিধি-বিধান অনুযায়ী এলাকা ভিত্তিক অগ্রাধিকার এবং কোটা অনুসরণ করে মেধার ভিত্তিতে নিয়োগের জন্য প্রার্থী নির্বাচন চূড়ান্ত করা হবে।
- প্রত্যেক আবেদনের জন্য নির্ধারিত (বর্তমানে ১৮০.০০ টাকা) ফি জমা না দিলে আবেদন বৈধ বলে গণ্য হবে না।
- মামলা/আইনগত কোন কারণে e-Application প্রকাশিত কোন পদে নিয়োগ দেয়া সম্ভব না হলে তার জন্য অত্র কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না।

সরকার ঘোষিত সর্বশেষ শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষেই শুধু আবেদন বিবেচনা করা হবে। কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

EDUCATIONNEWSBD24.COM

ক্রঃ নং	পদ/বিষয়	পূর্বের পদের নাম ও যোগ্যতা	বর্তমানের পদের নাম ও যোগ্যতা
১.	সহকারী শিক্ষক (বাংলা অথবা ইংরেজী)	সহকারী শিক্ষক (বাংলা অথবা ইংরেজি) ২০০৫ সালে বাংলার ক্ষেত্রে স্নাতক পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোন নম্বরের কথা উল্লেখ নাই। কিন্তু ইংরেজীর ক্ষেত্রে স্নাতক পর্যায়ে ৩০০ নম্বরের কথা উল্লেখ ছিল। সহকারী শিক্ষক (বাংলা অথবা ইংরেজী) ২০০৬ সালে বাংলা অথবা ইংরেজিতে স্নাতক পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোন নম্বরের কথা উল্লেখ ছিল না। ২০০৭,২০০৮, ২০০৯ ও ২০১০ সালে সহকারী শিক্ষক (বাংলা/ইংরেজী) পদের নাম ছিল সহকারী শিক্ষক (সমাজ বিজ্ঞান) ২০০৭ ও ২০০৮ সালে স্নাতক পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোন নম্বরের কথা উল্লেখ ছিল না তবে ২০০৯ ও ২০১০ সালে স্নাতক পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ৩০০ নম্বরের কথা উল্লেখ ছিল। ২০১১ সালে সহকারী শিক্ষক (বাংলা/ইংরেজি) পদের নাম ছিল সহকারী শিক্ষক (সামাজিক বিজ্ঞান) এবং স্নাতক পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ৩০০ নম্বরের কথা উল্লেখ ছিল।	২০১২ সাল থেকে অদ্যাবধি সহকারী শিক্ষক (বাংলা অথবা ইংরেজি) স্নাতক পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ৩০০ নম্বর থাকতে হবে উল্লেখ আছে বিধায় যারা উক্ত রূপ যোগ্যতাধারী শুধু তাদের আবেদন গ্রহণ করতে হবে।
২.	সহকারী শিক্ষক (কৃষি)	২০০৫ ও ২০০৬ সালে সহকারী শিক্ষক (কৃষি) পদের জন্য নিম্নবর্ণিত ঐচ্ছিক বিষয়ের যেকোন একটিতে হিসেবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতেন, যেমন- কৃষি/কৃষি অর্থনীতি/মৎস/পশুপালন/কৃষি প্রকৌশল/ জীববিদ্যা/উদ্ভিদবিদ্যা/মৃত্তিকা বিজ্ঞান।	২০০৭ সাল থেকে অদ্যাবধি বিএসসি (কৃষি/কৃষি অর্থনীতি/ মৎস বিজ্ঞান/ পশুপালন/ কৃষি প্রকৌশল/ জীববিদ্যা/ উদ্ভিদবিদ্যা/ মৃত্তিকা বিজ্ঞান। অথবা ডিভিএম; অথবা ন্যূনতম ৩ বছর মেয়াদি কৃষি ডিপ্লোমা যাই শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকুক না কেন নিবন্ধন পরীক্ষায় কৃষি শিক্ষা বিষয়ে অংশ গ্রহণ করতে পারে বিধায় শুধু এরূপ যোগ্যতাধারীর প্রার্থীদের আবেদন গ্রহণ করতে হবে।
৩.	সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার)	২০০৫ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত সময়ে সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) পদের জন্য যোগ্যতা ছিল- স্নাতক পর্যায়ে তার যে বিষয় থাকুক না কেন ঐচ্ছিক বিষয়ে হিসেবে কম্পিউটার শিক্ষা বিষয়ে অংশগ্রহণ করতে হবে এবং সরকার কর্তৃক স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হতে ন্যূনতম ৬ মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হতে হবে।	২০১২ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) পদের জন্য যোগ্যতা নির্ধারণ করা আছে- কম্পিউটার বিজ্ঞান/ কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং এ স্নাতক/ সম্মান। অথবা বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড হতে ০৩ (তিন) বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন- কম্পিউটার সায়েন্স ডিগ্রি।
৪.	সহকারী শিক্ষক সাধারণ বিষয় (ভাষা) বাংলা/ইংরেজি (কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে)	২০০৫ সালে থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত স্নাতক পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোন নম্বরের কথা উল্লেখ ছিল না।	২০১৩ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত স্নাতক পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ৩০০ নম্বরের কথা উল্লেখ আছে বিধায় বাংলা/ইংরেজি শিক্ষকের ক্ষেত্রে শুধু এরূপ যোগ্যতাধারীর প্রার্থীদের আবেদন গ্রহণ করতে হবে।
৫.	সহকারী শিক্ষক (গার্হস্থ্য অর্থনীতি)	২০০৭ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত এই বিষয়টি সহকারী শিক্ষক (সমাজবিজ্ঞান) পদের অন্তর্ভূক্ত ছিল। বর্তমানে এ বিষয়টি আলাদা করে(সহকারী শিক্ষক গার্হস্থ্য অর্থনীতি) পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।	এমতাবস্থায় সহকারী শিক্ষক (গার্হস্থ্য অর্থনীতি) বিষয়ে উত্তীর্ণ নিবন্ধন সনদধারীর সনদে পদের নাম যাই উল্লেখ থাকুক বর্তমানে তিনি শুধু সহকারী শিক্ষক (গার্হস্থ্য অর্থনীতি) পদের জন্য বিবেচিত হবেন।
৬.	সহকারী শিক্ষক (সামাজিক বিজ্ঞান)	২০০৭,২০০৮,২০০৯,২০১০ ও ২০১১ সালে বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ের পদের নাম ছিল সহকারী শিক্ষক (সমাজ বিজ্ঞান)। কিন্তু পরবর্তীতে বাংলা ও ইংরেজি আলাদা আলাদা পদ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।	সেক্ষেত্রে যারা বাংলা/ইংরেজি বিষয়ে নিবন্ধন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে সনদ অর্জন করেছেন তাদের সনদে পদের নাম সহকারী শিক্ষক (সামাজিক বিজ্ঞান) হওয়া সত্ত্বেও বর্তমানে তারা সহকারী শিক্ষক বাংলা/ইংরেজি পদে যোগ্য হবেন (যদি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাদের স্নাতক পর্যায়ে ৩০০ নম্বর থাকে।
৭.	সহকারী শিক্ষক (সাধারণ বিজ্ঞান)	২০০৫ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত সময়ে সহকারী শিক্ষক (সাধারণ বিজ্ঞান) পদে শিক্ষক প্রার্থীগণ পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, উদ্ভিদবিজ্ঞান ও প্রাণীবিদ্যা বিষয়ের যেকোন একটিতে অংশগ্রহণ করে নিবন্ধন সনদ অর্জন করতেন।	বর্তমানে সহকারী শিক্ষক (সাধারণ বিজ্ঞান) পদের জন্য আবেদনকারীগণ শুধুমাত্র পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়ন বিষয়ের যেকোন একটিতে অংশগ্রহণ করে নিবন্ধন সনদ অর্জন করেন। সেক্ষেত্রে ২০১৩ সাল থেকে সহকারী শিক্ষক (সাধারণ বিজ্ঞান) পদে শুধুমাত্র পদার্থ বিজ্ঞান/রসায়ন বিষয়ে নিবন্ধন সনদ অর্জনকারীদের আবেদন গ্রহণ করতে হবে।

অতএব, উপরোক্ত তথ্য বিবরণীর আলোকে যোগ্যতাধারী প্রার্থীগণের আবেদনপত্র গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

১৪/৭/১৫